বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর ড মুহম্মদ জাফর ইকবালের সাথে কামরুন নাহারের কথোপকথন

কথোপকথনের স্থান ও তারিখ: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, ১২ মার্চ, ২০০৭

স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের মানুষ অশান্ত ও রক্তাক্ত রাজনীতি দেখে আসছে। জনগণের অসন্তোষ যখন চরম পর্যায়ে উপনীত, এরকম একসময়ে ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ড ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু দৃশ্যপটের আড়ালে থেকে মূলত সামরিক বাহিনী প্রশাসন চালাতে শুরু করে। এই প্রশাসনের আড়ালে রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের প্রভাব। রাজনীতির এই প্রেক্ষাপট নিয়ে আমার কথা হয় দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মুক্তচিন্তার চর্চাকারী ড মুহম্মদ জাফর ইকবালের সাথে।

***কামরুন নাহার :** ইতিহাসে দেখা গেছে, যখন কোনো দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে এবং লাগামহীন দুর্নীতির করাল গ্রাসে দেশ ক্ষত-বিক্ষত, তখনি সামরিক বাহিনী ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেছে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে, গত জানুয়ারি ’০৭-এ বাংলাদেশে একটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে (প্রথম আলো, ১০ মার্চ ০৭-এ প্রকাশিত সূত্র মতে)। একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশের প্রকৃত ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। পরিষদে থাকবেন মূলত সেনাবাহিনীর শীর্ষ ব্যক্তিরা। কিন্তু পৃথিবীতে সামরিক শাসনের ইতিহাস বলে, এ জাতীয় শাসনও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ

করতে পারেনি। এ অবস্থায় আমার আশঙ্কা, আমরা হয়তো স্থায়ী শান্তির পথে এগোচ্ছি না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

***মুহম্মদ জাফর ইকবাল :** জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোটি আমি এখনো জানি না। এটি সাময়িক না দীর্ঘ মেয়াদি সেটাও আমি জানি না। আমাদের সংবিধানে এটি গ্রহণযোগ্য কি না, সেই ব্যাপারটিও বুঝতে হবে। দেশ এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যাতে বর্তমান হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। এই হস্তক্ষেপটি যে সময়ের জন্যে এবং যে কাজের জন্যে প্রয়োজন ছিল, তার চাইতে বেশি সময় থাকলেই পুরো জাতি অস্বস্তি বোধ করতে থাকবে।

কা : জনগণ বলছে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির রাজনীতির মৃত্যু-ঘন্টা বেজে উঠেছে। ক্ষমতায় যাচ্ছেন ড মুহাম্মদ ইউনুস। রাজনীতি এমন এক খেলার মাঠ, যেখানে খেলার শেষ পরিণতি সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেয়া কঠিন। আপনার কি মনে হয়, ড মুহাম্মদ ইউনুসের রাজনৈতিক জীবন নতুন মোড় নিতে যাচ্ছে?

মু জা : জনগণ এটা বলছে, আমি শুনি নি। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একই ধরনের রাজনৈতিক দল নয়। আওয়ামী লীগ অনেক বড় বড় বিপদ থেকে অতীতে উদ্ধার পেয়ে এসেছে, বিএনপি পারবে কিনা কেউ জানে না। যত সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন, আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল, বিএনপি এখনো খাঁটি রাজনৈতিক দল হয়ে উঠতে পারেনি।

‘ক্ষমতায় যাচ্ছেন ড মুহাম্মদ ইউনূস’ কথাটি আমি বুঝতে পারলাম না। তিনি রাজনীতিতে যাচ্ছেন, সেটা আমরা জানি। ক্ষমতায় যাচ্ছেন সেটি কিভাবে নির্ধারিত হয়েছে? ‘ড মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনৈতিক জীবনে মোড় নেবে’ না বলে বলা উচিত ‘ড মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনৈতিক জীবন শুরু হবে’।

কা: ড মুহাম্মদ ইউনুসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীন ব্যাংক কিছু সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার হয়তো উন্নতি করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের বাস্তবচিত্র এখনো ভয়াবহ। বাংলাদেশের কিছু অংশ প্রতি বছর নীরব দুর্ভিক্ষের শিকার। উপরন্তু দ্রব্যমুল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। আমার মতে, দেশের কিছুসংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী এজন্য দায়ী। আইন ও সম্পদের সঠিক বন্টন দেশের দ্রব্যমুল্যের ঊর্ধগতিকে রোধ করতে পারে।

মু জা : আমি যেহেতু অর্থনীতিবিদ নই, তাই গ্রামীন ব্যাংক দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের সত্যিকার পরিসংখ্যান কিংবা তার প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। বাস্তব চিত্র ভয়াবহ, আমরা সবাই সেটা জানি । দেশের অসাধু ব্যবসায়ীদের দায়ী না করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে দায়ী করতে হবে, যেটি অসাধু ব্যবসায়ীদের জন্ম দেয়, লালন করে এবং রক্ষা করে।

কা: প্রায় সব সরকারের শাসনকালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশ গড়ার চাইতে বরং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনোভাবে পরিবর্তন আসেনি। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হলে তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে পারে।

মু জা: স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থাকলে অনেকটা সম্ভব। শিক্ষার মান বাড়ালে এবং অসহনীয় দারিদ্র্য কমে এলে অবশ্যই সেটা আরো সহজ হবে।

কা: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কেটে গেছে ৩৬ বছর। কিন্তু আজো বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়নি। এজন্য আমি মনে করি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দায়ী। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে জড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক উন্নতি। যেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পারমানবিক বোমায় বিধ্বস্ত দেশ জাপান অর্থনৈতিক উন্নয়নে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে স্থান লাভ করেছে, সেখানে বাংলাদেশ আজো একটি বিদেশি সাহায্য-নির্ভর দেশ, যা আমাদের জন্য কোনোদিন গৌরব ছিল না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য ড ফখরুদ্দিন আহমদ পরিচালিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। জনগণ তাকে সমর্থন করলেও তাদের সন্দেহ দূর হয়নি।

মু জা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না এলেও তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। 'বাংলাদেশ বিদেশি সাহায্য-নির্ভর দেশ' কথাটি সত্য নয়। গার্মেন্টস, প্রবাসী শ্রমিক এবং কৃষিখাত থেকে এই দেশের বেশির ভাগ অর্থ আসে, তার তুলনায় বিদেশি সাহায্য একেবারেই নগণ্য।

জনগণের সমর্থন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যতদিন জনগণের সমর্থন থাকবে, ততদিন এই সরকার অনেক কিছু করতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। তারা যদি কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করে, তখন কিন্তু জোর করে কিছু করা যাবে না।

কা: সাম্রাজ্যবাদ ছেয়ে ফেলেছে সারা পৃথিবী। এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কবল থেকে বাঁচার জন্য আমরা আশ্রয় নিয়েছি আরেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ছায়ায়। রক্ষক নিয়েছে ভক্ষকের চরিত্র। আমার আশঙ্কা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আরেকটি সোমালিয়ায় পরিণত করতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

মু জা: আমি সাধারণ মানুষ, আমার বিদ্যাবুদ্ধি সাধারণ, আমি এতো বড় বড় বিষয় বুঝি না। নিজের সমস্যার জন্যে আমি নিজেকে দায়ী করতে পছন্দ করি- সব কিছুর জন্যে 'সাম্রাজ্যবাদী' রাষ্ট্রকে দায়ী করতে চাই না।

কা: সাম্রাজ্যবাদ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। আগামীতে তারা সফল হবে, এমন প্রমাণ তারা ইতিহাসে রাখেনি। বহু মত, বহু পথ থাকতেই পারে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থে তাদের একমত হওয়ার জন্য যে সহিষ্ণুতা দেখানো উচিত ছিল, তা তারা কখনো দেখাতে পারেনি। এই জাতির ভেতরে একজন কারিশম্যাটিক নেতার জন্ম না হলে জাতি গভীর সংকটে পড়বে। আপনি কি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন ?

মু জা : একজন নেতা সব কিছু ঠিক করে দেবে-আমি সেরকম বিশ্বাস করি না। যে দেশে 'একজন' নেতা নেই, সে দেশ কি মাথা তুলে দাঁড়ায়নি? আমাদের খুব সৌভাগ্য যে যখন প্রয়োজন ছিল তখন বঙ্গবন্ধু বা তাজউদ্দিনের মতো নেতা পেয়েছি। এখন একজন কারিশম্যাটিক নেতার জন্যে পথ চেয়ে থাকতে রাজি নই। যারা আছেন তারাই যদি তাদের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলেই যথেষ্ট।

কা: পৃথিবীর মানচিত্র বারবার বদলায়। অনেকের ধারণা, বাংলাদেশ আবার ভারতের প্রদেশে পরিণত হবে। আমি বেশ কয়েক বছর আগে যখন কোলকাতা যাই, তখন দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের কিছু মানুষ এখনো বাংলাদেশকে 'পূর্ব বাংলা' বলছে। আপনার কি মনে হয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাবর্ভৌমত্ব হারানোর ঝুঁকি রয়েছে?

মু জা: পশ্চিমবঙ্গের কিছু মানুষ বাংলাদেশকে পূর্ব বাংলা বলছে, সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কট্টর রাজাকারদের খুঁজে পাওয়া যাবে যারা এখনো বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলছে। সেজন্যে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায়নি।

ইউরোপের সব দেশ মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হয়েছে। কাজেই ভবিষ্যতে কি হবে, আগে থেকে সেটা কে বলতে পারবে? এ এলাকার সবগুলো দেশ একত্র হয়ে সেই ধাঁচের কিছু তৈরি করতে চাইলে করবে।

কা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিষ্ণুতা ও সততার অভাবে জাতির ভবিষ্যত আবার হয়ে পড়ল অনিশ্চিত। জাতি দাঁড়িয়ে আছে এক ক্রান্তিলগ্নে। সরকার ও জনগণের সচেতনতা, দেশাত্মবোধ, কর্মনিষ্ঠা, ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে হতভাগ্য সোনার বাংলা আবার পড়বে সাম্রাজ্যবাদীর অপ্রতিরোধ্য সর্বগ্রাসী কবলে।

মু জা: আমি মনে করি দেশ যেভাবে দুর্নীতিবাজদের খপ্পরে পড়েছিল যে, তার থেকে রেহাই পেয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। এ দেশের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী। সরকারের সাহায্য করার প্রয়োজন নেই, তারা ক্ষতি না করলেই দেশ এগিয়ে যাবে। গণতন্ত্র খুব সহজ ব্যাপার নয়- সেটা পাবার জন্যে সাধনা করতে হয়।

* **কামরুন নাহার** বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ’ (আইবিএস)- এর একজন পিএইচডি গবেষক। তার গবেষণার বিষয়- ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা: প্রকৃতি ও কারণ’।